‘গুপ্ত’ ইস্যুতে উত্তপ্ত বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন

চট্টগ্রামে ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষের জের

আমাদের সময় ডেস্ক
২৩ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

চট্টগ্রাম সিটি কলেজে ‘গুপ্ত রাজনীতি’ ইস্যুতে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষের ঘটনার আঁচ লেগেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে। এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের গুপ্ত রাজনীতির প্রতিবাদ করে দেয়াল লিখন শুরু হয়ে হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ভবনে এ ধরনের লেখা দেখা গেছে। জানা গেছে, চট্টগ্রামের সরকারি সিটি কলেজের দেয়ালে ‘ছাত্র রাজনীতি’র জায়গায় ‘গুপ্ত রাজনীতি’

লেখাকে কেন্দ্র করে গত মঙ্গলবার ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ ঘটনার জেরে এ ঘটনার জের ধরে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে ‘গুপ্ত রাজনীতি’র বিরুদ্ধে দেয়াল লিখন করেছে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

গতকাল বিকালে সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, ডাকসু ভবন, মধুর ক্যান্টিন, ডাকসু ক্যাফেটেরিয়া ও সূর্যসেন হলের দেয়ালসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের দেয়াল লিখন দেখা গেছে। এসব লেখায় ‘গুপ্ত রাজনীতি’ নিষিদ্ধের দাবি জানানো হয়েছে।

এসব দেয়াল লিখনের মধ্যে রয়েছেÑ ‘গুপ্ত যাদের অবস্থান তাদের বাড়ি পাকিস্তান’, ‘গুপ্ত রাজনীতি চলবে না’, ‘গুপ্ত রাজনীতি নিপাত যাক’, ‘গুপ্ত রাজনীতি ও ছাত্রলীগ মুক্ত ক্যাম্পাস চাই’ ইত্যাদি।

গতকাল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) বিভিন্ন ভবনের দেয়ালে ‘গুপ্ত রাজনীতি’র বিরুদ্ধে দেওয়াল লেখেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। বিকালে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন দেয়ালে ‘গুপ্ত যাদের অবস্থান, বাড়ি তাদের পাকিস্তান’ এই স্লোগান সংবলিত ‘চিকা মারেন’। এ সময় তারা চট্টগ্রাম সিটি কলেজে হামলার ঘটনায় জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছাত্রদল নেতারা বলেন, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে কোনো ধরনের ‘গুপ্ত রাজনীতি’ বা অপরাজনীতির স্থান হবে না। কেউ যখন এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে, তখনই তাদের ওপর হামলা চালানো হচ্ছে। চট্টগ্রাম সিটি কলেজের ঘটনার প্রতিবাদে এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবিতে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে তারা এই দেয়াল লিখন করেছেন।

এ সময় জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাহরিয়ার হোসেন বলেন, ছাত্রদল সব মতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী গোপন পরিচয়ে ভিন্ন রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে। অনেক সময় বিভিন্ন অপকর্মের সঙ্গে জড়িত থাকছে। আমরা মনে করি, একই সময়ে একাধিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকা নৈতিকতার পরিপন্থি। যারা সুস্থ ধারার রাজনীতি করতে চান, তাদের অবশ্যই নিজস্ব দলের ব্যানারে কাজ করা উচিত।